DEC. 15 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ

জালিয়াতির অভিযোগে ১৩টি প্রেসকে শোকজ, ৪টির বিরুদ্ধে মামলা হচ্ছে

রাশেদ মেহেদী ঃ নতুন বছরের মাধ্যমিক ও প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক মুদ্রণ নিয়ে জালিয়াতির অভিযোগে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও টেক্সটবুক বোর্ড ১৩টি প্রেসকে শোকজ করেছে, ৪টি প্রেসের বিরুদ্ধে মতিঝিল থানায় মামলা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গতকাল বোর্ড সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. লুৎফর রহমান, সদস্য (পাঠ্যপুস্তক) কবির উদ্দিন আহমদ মজুমদার, সদস্য (কারিকুলাম) অধ্যাপক এস এম হায়দার ও সচিব অধ্যাপক নাজিম উদ্দিন। এ ধরনের জালিয়াতির কারণে নতুন বছরের শুরুতে ছাত্রছাত্রীদের হাতে বই পৌঁছানো নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, নতুন বছরে সংশোধিত ৮টি বইয়ের ১ কোটি ৩১ লাখ কপি মুদ্রণের কাজ দেয়া হয় ৭৫টি মুদ্রণ প্রতিষ্ঠানকে। অভিযুক্ত ১৭টি প্রেসকে দেয়া হয় ৫৬ লাখ বই মুদ্রণের কাজ। এসব প্রেস গত ১২ই ডিসেম্বর তাদের পারফরমেন্স গ্যারান্টি জমা দেয়। বোর্ডের হিসাব শাখা ৪টি প্রেসকে বোর্ড থেকে কাগজ উত্তোলনের ছাড়পত্র দিয়ে দেয়। এদের মধ্যে একটি প্রেস ইতোমধ্যে ১ হাজার রিম কাগজ উত্তোলন করে।

পরে এই প্রতিষ্ঠানগুলোর পারফরমেন্স গ্যারান্টি নিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হলে গত ১৪ই ডিসেম্বর সরকারি ছুটির দিনে শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী এহসানুল হক মিলন বোর্ডের চেয়ারম্যানসহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে

পাঠ্যপুস্তক ঃ পৃঃ ১১ কঃ ৪

পাঠ্যপুস্তক ঃ জালিয়াতি

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বৈঠক করে এই ১৭টি প্রেসের পারফরমেন্স গ্যারান্টি তদন্তের নির্দেশ দেন। এই নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতে ১৫ই ডিসেম্বর টেক্সটবুক বোর্ড গ্যারান্টি ইস্যুকারী হিসেবে উল্লিখিত সোনালী ব্যাংক, উর্দু রোড শাখাকে এসব প্রেসের বিজি নং ও গ্যারান্টিতে উল্লিখিত টাকার অংক যাচাইয়ের জন্য অনুরোধ জানায়। ওই দিনই ব্যাংক যাচাইশেষে জানায়, এসব প্রেস যেসব গ্যারান্টি জমা দিয়েছে তা এই ব্যাংক ইস্যু করেনি। ফলে এসব প্রেসের পারফরমেন্স গ্যারান্টি ভুয়া প্রমাণিত হয়। এর ভিত্তিতে গতকাল বোর্ড সভায় ১৩টি প্রেসকে শোকজ ও ৪টি প্রেসের বিরুদ্ধে মামলা করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সংশ্লিষ্ট সূত্র ভুয়া গ্যারান্টি জমা দেয়ার কারণ হিসেবে জানায়, এই ১৭টি প্রেস বই না ছেপে গত বছরের পুরাতন বই জালিয়াতির মাধ্যমে বাজারজাত করার চেষ্টা করছিল। এ ব্যাপারে অভিযুক্ত প্রেসগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে অধিকাংশ প্রেস মালিককে পাওয়া যায়নি। তবে অভিযুক্ত মিনা প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজেস, প্রিয়াংকা প্রিন্টিং প্যাবলিকেশন্স, দি গুডলাক প্রিন্টার্স এবং নিউ সোসাইটি প্রেস নামে ৪টি প্রেসের মালিক জানান, তাদেরকে বোর্ড থেকে ওয়ার্ক অফার লেটার দেয়া হয়নি এবং তারা ভুয়া গ্যারান্টিও জমা দেননি। রহস্যজনক কারণে তাদের নাম অভিযুক্তদের তালিকায় রাখা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র এ ব্যাপারে আরও জানায়, ভুয়া গ্যারান্টি জমাদানকারী প্রেসগুলোর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও কয়েকটি প্রেসকে গ্যারান্টি যাচাই ছাড়াই কাগজ উত্তোলনের ছাড়পত্র প্রদানকারী বোর্ড কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়নি।

এ ব্যাপারে সচিব অধ্যাপক নাজিম উদ্দিনের সাথে যোগাযোগ করলে তিনি ১৩টি প্রেসকে শোকজ ও ৪টি প্রেসের বিরুদ্ধে থানায় মামলার সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি স্বীকার করে বলেন, 'বোর্ড কর্মকর্তারা কেউ জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেয়া হবে। কেউই আইনের উর্ধ্বে নয়।'